ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক উন্নয়নেও সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা জরুরী। তাই ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের ওপর দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল।

প্রাকৃতিক সম্পদের সবচেয়ে মূল্যবান আধার হলো ভূমি। এ ভূমি থেকে আমরা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও জীবন রক্ষাকারী ঔষধের উপাদানগুলো পাই।

ভূমি থেকেই আমরা আহরণ করছি মূল্যবান খনিজ সম্পদ তথা প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, জ্বালানী তেল, চুনাপাথর ইত্যাদি।

এই মূল্যবান সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। মানুষ বাড়ছে। তাদের জীবন ও জীবিকার চাহিদা বাড়ছে। এ চাহিদা মেটাতে ভূমির অপরিকল্পিত ও অপরিমিত ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। জলাশয়, নদী, নালা, খাল, বিল, ডোবা ভরাট হয়ে যাওয়ায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

আমরা নদীগুলোতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং শুরু করেছি। এতে নদীর নাব্যতা বাড়ছে। কৃষি জমিও উদ্ধার হচ্ছে। এই ভূমির সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের সরকার ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি প্রশাসনকে আধুনিকায়ন ও জনবান্ধব করার নিমিত্তে বেশকিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

পুরানো আইন ও নীতিগুলোকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে নতুন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন সংশোধন করে মূল মালিকদের সম্পত্তির অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

“জাল যার জলা তার” এ নীতির আলোকে জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বালুমহাল ও মাটির ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি কমিশন গঠন করা হয়েছে।

দেশব্যাপী ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪৫৬টি ভূমিহীন পরিবারকে ৭৬ হাজার ৬৩৭ একর খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে।

১৫১টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করে ১০ হাজার ৬২০টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ১ হাজার ২০০ একর খাস জমিতে ৩৮৯টি আশ্রয়ণ গ্রামে ২৪ হাজার ৪৭২টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

১০৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ১০ হাজার ৭৩২ একর ভূমি অধিগ্রহণ ও ৭ হাজার ৫৭ একর অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত ভূমি পুনঃগ্রহণ করে খাস খতিয়ানে আনা হয়েছে। ৬ হাজার ২৯৭ একর খাস জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে।

১৬০টি চা বাগান ইজারা প্রদান করা হয়েছে। জলমহাল ইজারার মাধ্যমে সরকার ২৭০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে।

আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ সুরক্ষাকল্পে উপকূলীয় ১৯টি জেলাসহ ২১টি জেলায় Coastal Land Zoning প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আরও ৪০টি জেলাতে Land Zoning কার্যক্রম ২০১৫ সালের মধ্যে শেষ হবে। উপকূলীয় চরভূমিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বনায়ন করা হচ্ছে।

গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী সিটি করপোরেশন এবং কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ডিজিটাল জরিপসহ ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ-ভারত ৪ হাজার ১৫৬ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যে ৪ হাজার ১৪৯.৫ কিলোমিটার সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট সাড়ে ছয় কিলোমিটার সীমানা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে উভয়দেশ কর্তৃক Index Map প্রস্তুত করা হয়েছে।

সহকর্মীবৃন্দ,

বর্তমান সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, নাগরিক সেবা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করার মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত, টেকসই ও জণকল্যাণমুখী আধুনিক ভূমি জরিপ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে।

৬১টি জেলায় ৫ কোটি ২৩ লক্ষ খতিয়ান সংরক্ষণ এবং ভূমি মালিকদের অনলাইনে সরবরাহ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণ ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে অনলাইনে আবেদন করে খতিয়ান সংগ্রহ করতে পারছে। জনগণের ভোগান্তি অনেকাংশ লাঘব হয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় প্রথম বারের মতো দেশের ৪৫টি উপজেলায় জমির নামজারি জমাভাগ কার্যক্রমকে অটোমেশন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ভূমি সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটা সেন্টার এবং জনগণের নিকট তথ্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ২০টি উপজেলায় ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

দেশব্যাপী ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তনের লক্ষ্যে একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জনসংখ্যা বাড়ছে। ভূমির উপর ক্রমাগত চাপ বাড়ছে। তাই শহর কিংবা গ্রামে বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। একইসাথে দুই ফসলী/তিন ফসলী জমি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

ভূমির বহুমাত্রিক ব্যবহারের ফলে ভূমির ক্রমাগত শ্রেণি পরিবর্তন, ভূমির গুণগত মান পরিবর্তন, ভূমি ব্যবহার ও অধিকার বিষয়ক দ্বন্দ্ব আছে। এ সকল বাধা অতিক্রম করার লক্ষ্যে প্রতিটি ভূমি মালিকের নির্ভুল স্বত্বলিপি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি যাতে অধিগ্রহণ করা না হয় এবং উর্বর কৃষি জমিসহ প্রাকৃতিক জলাশয়, নদী-নালা, খাল-বিল ও পরিবেশের যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অধিগ্রহণকৃত জমি যাতে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত না থাকে সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে।

সহকর্মীবৃন্দ,

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে আমরা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছি। দেশ অনেক এগিয়েছে। আমরা আরো এগিয়ে যেতে চাই। এ অগ্রযাত্রায় সকলকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন এবং দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে “ডিজিটাল বাংলাদেশ” গড়ার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের আহবান জানাই।

সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...